১৬ জুলাই ২০০৯ বৃহস্পতিবার যায়যায়দিন

সংস্কৃতি

পর্দার আড়ালে এবং ত্রিমাতৃক মাতা

১২ জুলাই ব্র্যাক ইউনিভার্সিটির ড্রামা অ্যান্ড থিয়েটার ফোরামের আয়োজনে ইউনিভার্সিটির অডিটরিয়ামে *ওরা আসছে* শিরোনামে মঞ্চস্থ হলো দুটি নাটক *পর্দার আড়ালে* এবং *ত্রিমাতৃক মাতা*। লিখেছেন **অপূর্ব কুমার কুণ্ডু**

নাটকের নির্দেশনা, অভিনয়ের পদ্ধতি, লাইট সাউন্ড প্রক্ষেপণ, মঞ্চসজ্জা প্রভৃতি সম্পর্কে নাটকের ওয়ার্কশপের মাধ্যমে সদস্যদের তৈরি করে ব্র্যাক ইউনিভার্সিটির অ্যাসিসট্যান্ট ডিরেক্টর, পাবলিক রিলেশন এবং ড্রামা অ্যান্ড থিয়েটার ফোরামের উপদেষ্টা ওবায়দুল্লাহ আল জাকির সদস্যদের মাঝে একটি থিম দেন যে থিমের ওপর ভিত্তি করে সদস্যরা দুটি দলে বিভক্ত হয়ে নাটক লেখা, অভিনয় তথা সামগ্রিকভাবে নাটকটি মঞ্চে আনেন। সেভাবেই এবার নাটকের থিম ছিল মা। এই মা যেমন গর্ভধারিণী হতে পারেন তেমনি পারেন দেশ মাতৃকা। গর্ভধারিণী মাকে বিষয় করে প্রথম গ্রুপের নাটক *পর্দার আড়ালে* এবং দেশ মাতৃকাকে অবলম্বন করে দ্বিতীয় গ্রুপের নাটক *ত্রিমাতৃক মাতা*।

মাতাপিতার সংসারে সন্তান বড় হয়ে উঠবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু পর্দার আড়ালে নাটকের একমাত্র কন্যা নিশির মা গত হয়েছে নিশির শৈশবে মাত্র দুই বছর বয়সে। নিশির পিতা নিশির প্রতি সহানুভূতিশীল হলেও মেয়ে জীবনে এমন কিছু অনুভূতি থাকে যা আদান-প্রদান করার জন্য শেষপর্যন্ত মাকেই খুব বেশি প্রয়োজন। নিশি তার মাকে পায় তবে সেটা সশরীরে নয় বরং মনোজগতে। সম্মুখে পরীক্ষা অথচ মন কিছুতেই শান্ত হচ্ছে না নিশির। নিশির অশান্ত মনকে শান্ত করতে পাশে এসে দাঁড়ায় মা। কলেজে অনেক ছেলের ভিড়ে পছন্দের মানুষটি কেন সাগর সেই প্রশ্নের উত্তরে মা। সাগরের হঠাৎ বিয়ে হওয়ায় সান্ত্বনার প্রশ্নে মা। পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট হওয়া কিংবা দিনের ভিড়ে নিশির শুভ জন্মদিন মনে করিয়ে দিতে উচ্ছ্বাস নিয়ে

উপস্থিত মা। বদ্ধ ঘরে মেয়ে নিশি একা একা কারো সঙ্গে কথা বলে ভেবে নিশির বাবা উদ্বিগ্ন হলেও স্বস্তি পায় যখন মেয়ে নিশির হাতে দেখে নিশির মায়ের ডায়রি। মৃত পথযাত্রী মানুষ হয়তো কিছুটা আগেই জেনে যায় যাওয়ার সময় আসন্ন। ফলে নিশির মা একটা ডায়রি লিখে নিশির বাবার হাতে তুলে দিয়ে শেষ বেলায় বলে যায় এই ডায়রি তুমি পড়বে না, এটা শুধু আমার মেয়ে নিশির। আমার অবর্তমানে নিশিকে নিয়ে আমার যে স্বপ্ন, যেভাবে পথ চললে নিশি ভালো থাকবে সেসবই লেখা ডায়রিতে। মাত্র দুই বছর বয়সে মাকে হারিয়ে নিশি আজ মাকে ভাবতে পারে ডায়রির লেখা অবলম্বন করে, মায়ের সঙ্গে কথা বলে এগিয়ে চলে আপন মনে। সদা সর্বদা পাশে থেকে নিশির জীবনে যিনি পথ দেখিয়ে এগিয়ে চলছেন সেই মা কিন্তু পর্দার অন্তরালে।

মা পর্দার অন্তরালে থাকলেও নাটকে অভিনেতা অভিনেত্রীরা দর্শকের সম্মুখে। নিশি চরিত্রে রাধিতা চৌধুরীর এ হাসি, এ কান্না, এ অভিমান তো আবদার, মায়ের সঙ্গে কথা বলার উচ্ছ্বাস আবার বাবার উপস্থিতিতে সব লুকিয়ে কিছু জানি না জানি ভাব দর্শকের ভালো লাগে। ঘটনাচক্রে নাটক চলাকালীন সাউন্ড সিস্টেমের কারিগরি ত্রুটি না হলে রাধিতা চৌধুরীর চরিত্রের সঙ্গে একাত্মতা আরো চোখে পড়তো। মা চরিত্রে যতোটা বয়স একজন মায়ের সঙ্গে যায় ততোটাই অল্প বয়সের নীলাঞ্জনা।

মেকআপ ম্যানের কারুকার্যে একটু বার্ধক্যের ছাপ এলে আর নীলাঞ্জনার মোটামুটি ভারিক্কি চলনটা অটুট থাকলে মা চরিত্র আরো ফোটার কথা। নাটক লেখা এবং বাবা চরিত্রে অমিয় আজিজ যতোটুকু করণীয় ততোটুকু করেছেন যত্নের সঙ্গে। তবে একটা ভালো নাটক লেখার স্বার্থে ঘটনার দ্বন্দ্ব মজবুত আরো কিভাবে করা যায় সেটা অমিয় আজিজ ভাববেন পরে।

পরে দ্বিতীয় গ্রুপের নাটক ছিল অভিজিৎ রচিত *ত্রিমাতৃক মাতা*। মুক্তিযুদ্ধকালীন একটি পরিবার সে পরিবারের কর্তা পাকবাহিনীর সহচর। মুক্তিযোদ্ধাদের গোপন অবস্থান জানানই তার কাজ। কর্তার স্ত্রী আবার মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি সহনশীল। আহত রক্তাক্ত দুই মুক্তিযোদ্ধাকে বাড়ির কর্ত্রী গোপনে লুকিয়ে রেখেছে গরু রাখার গোয়াল ঘরে। পরিবারের সন্তানটি প্রতিবন্ধী। প্রতিবন্ধী সন্তানের জন্মের জন্য বাড়ির কর্ত্রীকে দায়ী করে কর্তা। প্রথমবার পাকবাহিনী বাড়িতে এসে মুক্তিযোদ্ধাদের খুঁজে না পেলেও শেষপর্যন্ত বাড়ির কর্তা পাকবাহিনীকে খবর দিয়ে তাদের হাতে মুক্তিযোদ্ধাদের তুলে দেয়। স্ত্রী প্রতিবাদ করলে স্ত্রীকে খুন করে কর্তা আর কর্তাকে খুন করে তাদের প্রতিবন্ধী সন্তান।

প্রতিবন্ধী সন্তান চরিত্রে নাহিদকে দেখলে বোঝাই যায় না যে অভিনয়ের বাইরে সে সুস্থ স্বাভাবিক। মাত্র দুবার মঞ্চে ঢোকা এবং মঞ্চ কাঁপিয়ে তোলা পাক সেনা অফিসার চরিত্রে অভিজিৎ অনবদ্য। মা যেমন মমতাময়ী তেমনি অশুভ শক্তি মোকাবেলায় মা কতো ভয়ঙ্করী এই উভয় সত্তায় মা চরিত্রে নিশি সাবলীল। অসুর চরিত্রে অমিয় এর দৈহিক স্থূলতা ছিল আকর্ষণীয় এবং দেবি দুর্গা চরিত্রে রুদমিলা মেকআপ, ১০ হাতের সজ্জা এবং যুদ্ধংদেহীভাব কিন্তু সন্তান বাৎসল্য প্রবণতা ফুটিয়েছেন নান্দনিকভাবে। নান্দনিক একটা দৃশ্য এ নাটকের শেষে। চলচ্চিত্রে পরিচালকরা অনেক সময় মন্তাজ শট ব্যবহার করেন যেখানে একটা শটে একটা বৃহৎ সময় ফুটে ওঠে। তেমনি যখন পাক সহচর তার স্ত্রীকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছে এবং স্ত্রী ফুঁসে উঠেছে ঠিক তখন মঞ্চের অন্য জোনে দেবি দুর্গা এবং অসুরের যুদ্ধ খুবই মানে বহুল। শুভ শক্তির সঙ্গে অশুভ শক্তির, ভালোর সঙ্গে মন্দের, সুরের সঙ্গে অসুরের যে লড়াই তা আবহমান কালের। অশুভ শক্তির বিনাশ ঘটে শুভশক্তির উত্থান ঘটবে এটাই নাট্যকর্মীদের বিশ্বাস কেননা মানুষ স্বভাবতই আলোর পিপাসি।

apurbaorange@yahoo.com